রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

২০২১ সনের ৩২ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, আগস্ট ১২, ২০২১

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৩৮৯—৪০০
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৯৯৯—১০৩৩
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১০৬৩—১০৭৮
৭ম খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) .....ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
জনবল ব্যবস্থাপনা শাখা-১

শোকবার্তা

তারিখ: ৯ বৈশাখ ১৪২৮/২২ এপ্রিল ২০২১

নং ১৭.০০.০০০০.০১৫.৫৫.২৩৪.০৫.১—নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ আতাউর রহমান, জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়, চট্টগ্রাম গত ০২ এপ্রিল, ২০২১ তারিখ রাত ২.০০ ঘটিকায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৪৪ বছর ১১ মাস।

মরহুম জনাব মোহাম্মদ আতাউর রহমান ১৯৭৬ সালের ১৮ মে কুমিল্লা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এস.এস (অনার্স) ও এম.এস.এস ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ০৭ সেপ্টেম্বর ২০০৫ সালে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনে যোগদান করেন।

জনাব মোহাম্মদ আতাউর রহমান সৎ, নিষ্ঠাবান, সাহসী, বন্ধুবৎসল, সদালাপী ও অমায়িক ব্যক্তিত্বের অধিকারী কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি স্ত্রী, দুই সন্তান, আত্মীয়-স্বজন এবং অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন জনাব মোহাম্মদ আতাউর রহমান এর অকাল মৃত্যুতে গভীর দুঃখ ও শোক প্রকাশসহ তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছে এবং মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

মোঃ হুমায়ুন কবীর খোন্দকার
সচিব।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www. bgpress. gov. bd

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

আইন ও বিচার বিভাগ

বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ: ০৮ জুন ২০২১ খ্রিঃ

নং বিচার-৭/২এন-৪১/৮১-৯৯—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে সাজেদুর রহমান পিতা-ইব্রাহিম মন্ডল, মাতা-সাজেদা বিবি, গ্রাম-পলাশী, ডাকঘর-গোয়ালকান্দি, উপজেলা-বাগমারা, জেলা-রাজশাহী। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে রাজশাহী জেলার বাগমারা উপজেলার ১৩ নং গোয়ালকান্দি ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে। উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শফিকুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

কৃষি মন্ত্রণালয়

গবেষণা-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮/০৯ জুন ২০২১খ্রিঃ

স্মারক: ১২.০০.০০০০.০৬৪.০৪.০০১.১৯.১৩৯—যেহেতু, মৃত্তিকা উর্বরতা ও পানি ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, রংপুর রিজিয়ন, রংপুর জনাব মোঃ শাহীন আহম্মদ এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮' এর ৩(খ) এবং ৩(গ) মোতাবেক 'অসদারচরণ' ও 'পলায়ন' (desertion)' এর অভিযোগ এনে কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২৩ মে ২০১৯ তারিখের ১২.০০.০০০০.০৬৪.০৪.০০১.১৯.১৬২ সংখ্যক পত্রে বিভাগীয় মামলা (মামলা নম্বর ০১/২০১৯) রুজুকরতঃ অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়;

যেহেতু, মোঃ শাহীন আহম্মদ, মৃত্তিকা উর্বরতা ও পানি ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, রংপুর রিজিয়ন, রংপুর তিনি উক্ত অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর পরিপ্রেক্ষিতে জবাব দাখিল করেন এবং তার জবাবের পরিপেক্ষিতে উক্ত বিভাগীয় মামলার ব্যক্তিগত শুনানি ২৫ জুলাই ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। শুনানিতে তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদানের সন্তোষজনক কারণ না থাকায় 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮' অনুযায়ী মামলাটি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য ০৭ জুলাই ২০১৯ তারিখের ১২.০০.০০০০.০৬৪.০৪.০০১.১৯.২৩৮ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে জনাব মোঃ জহুরুল হক, যুগ্মসচিব (নিরীক্ষা), কৃষি মন্ত্রণালয়-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮' এর ৩(খ) এবং ৩(গ) মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন (desertion)' অভিযোগ প্রমাণিত হয়;

যেহেতু, তদন্তে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮' এর ৩(খ) এবং ৩(গ) মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন (desertion)' অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় কৃষি মন্ত্রণালয়ে ১৯ নভেম্বর ২০১৯ তারিখের ১২.০০.০০০০.০৬৪.০৪.০০১.১৯.৩৩০ সংখ্যক পত্র মারফত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩)(ঘ) অনুযায়ী কেন 'চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ' করা হবে না কিংবা অন্য কোন গুরুদণ্ড প্রদান করা হবে না মর্মে ২য় কারণ দর্শানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, ২য় কারণ দর্শানোর জবাব দাখিল করেন এবং এ জবাবে অভিযুক্ত কর্মকর্তা নতুন কোনো তথ্য উপস্থাপন করতে পারেন নি। তাছাড়া ইতঃপূর্বে সকল Procedure যথাযথভাবে সম্পন্ন করে এ বিভাগীয় মামলা পরিচালিত হয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের ১৬ মার্চ ২০২০ তারিখের ১২.০০.০০০০.০৬৪.০৪.০০১.১৯.৮৩ সংখ্যক পত্র মারফত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩)(খ) মোতাবেক উক্ত গুরুদন্ড আরোপের বিষয়ে মতামত/পরামর্শ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়কে অনুরোধ করা হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয় এর ১৩ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখের ৮০.০০.০০০০.১০৮.৩৪.০১১.২০.২৯৫ সংখ্যক পত্র মারফত জনাব মোঃ শাহীন আহম্মদ-কে 'অসদারচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩)(খ) অনুযায়ী চাকুরী হতে "বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান" দণ্ডের পরিবর্তে একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) অনুযায়ী "চাকুরী হতে বরখাস্তকরণ" দণ্ড আরোপের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এর পরামর্শ, তদন্ত প্রতিবেদন ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করে অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় জনাব মোঃ শাহীন আহমেদ-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩)(ঘ) অনুযায়ী "চাকুরী হতে বরখাস্তকরণ" দণ্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এর পরামর্শ মোতাবেক জনাব মোঃ শাহীন আহম্মদ মৃত্তিকা উর্বরতা ও পানি ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, রংপুর রিজিয়ন, রংপুর-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮' এর বিধি ৪(৩)(ঘ) অনুযায়ী "চাকুরী হতে বরখাস্তকরণ" গুরুদণ্ড প্রদান করা হয়;

যেহেতু, জনাব মোঃ শাহীন আহম্মদ মৃত্তিকা উর্বরতা ও পানি ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ , তুলা উন্নয়ন বোর্ড, রংপুর রিজিয়ন, রংপুর-তার উপর আরোপিত গুরুদণ্ড আদেশটি পুর্নবিবেচনার জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতি বরাবর আবেদন করেন। তার আবেদনটি পুনর্বিবেচনার জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতি বরাবর সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক আবেদনকারীর আবেদন বিবেচনা করে তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর বিধি ৪(৩)(ঘ) অনুযায়ী প্রদত্ত 'চাকুরী হতে বরখাস্থকরণ' দন্ড হ্রাস করে একই বিধিমালার ৪(৩)(খ) অনুযায়ী 'বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান' দণ্ড প্রদান করা হয়:

সেহেতু, মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশ মোতাবেক জনাব মোঃ শাহীন আহম্মদ মৃত্তিকা উর্বরতা ও পানি ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, রংপুর রিজিয়ন, রংপুর-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮' এর বিধি ৪(৩)(ঘ) অনুযায়ী প্রদত্ত 'চাকুরী হতে বরখাস্তকরণ" দন্ড হ্রাস করে একই বিধিমালার ৪(৩)(খ) অনুযায়ী 'বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান' দণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কর্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মেসবাহুল ইসলাম
সিনিয়র সচিব।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৪ জুন ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ/৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

নং ৩৯.০০.০০০০.০৩৫.২২.০১২.১৯.৩২—বাংলাদেশ প্রকৌশল গবেষণা কাউন্সিল আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৩ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার বাংলাদেশ প্রকৌশল গবেষণা কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করিল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আনোয়ার হোসেন
সিনিয়র সচিব।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

জাহাজ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৩ জুন ২০২১ খ্রিঃ/৩০ জ্যৈষ্ঠ,১৪২৮ বঙ্গাব্দ

নং ১৮.০০.০০০০.০২৪.০৬.০০১.১৯.৭৮—The Bangladesh Merchant Shipping Ordinance. 1983 (M.S.O) এর ২৩৭ ধারা অনুযায়ী নিম্নরূপভাবে মেরিটাইম এ্যাডভাইজারী কমিটি পুনঃ গঠন করা হল :

সভাপতি

১. অতিরিক্ত সচিব (সংস্থা-১), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সদস্যবৃন্দ

২. মহাপরিচালক, নৌপরিবহণ অধিদপ্তর, ঢাকা বা একজন প্রতিনিধি

৩. যুগ্মসচিব/উপসচিব (জাহাজ), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৪. বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের একজন প্রতিনিধি

৫. শিপিং মাস্টার, সরকারি শিপিং অফিস, চট্টগ্রাম।

৬. সহকারী পরিচালক/উপপরিচালক, নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তর, চট্টগ্রাম।

৭. বাংলাদেশ সমুদ্রগামী জাহাজ মালিক সমিতির একজন প্রতিনিধি।

৮. বাংলাদেশ মার্চেন্ট মেরিন অফিসার্স এসোসিয়েশনের একজন প্রতিনিধি

৯. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মেসার্স হক এন্ড সন্স লিঃ, চট্টগ্রাম

১০. বাংলাদেশ নাবিক রিক্রুটিং এজেন্ট এসোসিয়েশন এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি

১১. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সীম্যান্স এসোসিয়েশন, চট্টগ্রাম

১২. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সীফ্যায়ারার্স ইউনিয়ন, চট্টগ্রাম

সদস্য-সচিব

১৩. পরিচালক, নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তর, চট্টগ্রাম

২। **কমিটির কার্যপরিধি :**

(ক) কমিটি The Bangladesh Merchant Shipping Ordinance, 1983 (MSO) এর ২৩৭ ধারা অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করবে;

(খ) সভাপতিসহ ৪ (চার) জন সদস্য উপস্থিত থাকলে কমিটির কোরাম পূর্ণ হবে।

৩। প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হতে এ আদেশ কার্যকর হবে।

৪। সভাপতির অনুমোদনক্রমে কমিটি নিয়মিতভাবে ৪ (চার) মাস অন্তর অন্তর কমিটির সভা আহ্বান করবেন।

৫। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শেখ শহিদুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ অধিশাখা-২

বিজ্ঞপ্তিসমূহ

তারিখ, ১৩ জুন ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ/৩০জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.১৫৭.১০(অংশ-১).১৩৪—The State Acquisition and Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules 1955 এর 34 (2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্ত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্র. ন.	মৌজার নাম	জে,এল নং	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম	মন্তব্য
১.	তরফ মোজাইত	৩১	৪৮১	পীরগঞ্জ	রংপুর	
২.	বাঁশপুখরিয়া	৩৫	৫৭৬	পীরগঞ্জ	রংপুর	
৩.	রামপুর	১৬০	৫৯৬	পীরগঞ্জ	রংপুর	
৪.	পরশুরামপুর	১৬৫	৩২৭	পীরগঞ্জ	রংপুর	
৫.	বাহাদুরপুর	১৭১	৭৪১	পীরগঞ্জ	রংপুর	
৬.	গঙ্গারাম তুলারাম	১৮৯	৩৫৯	পীরগঞ্জ	রংপুর	
৭.	আমদপুর	১৯৮	১৩৪৯	পীরগঞ্জ	রংপুর	
৮.	পাইকান	২০১	২৪১	পীরগঞ্জ	রংপুর	
৯.	কাশিমপুর	২২৮	১১২৫	পীরগঞ্জ	রংপুর	
১০.	তুলারাম মজিদপুর	২৩৫	৪৪৭	পীরগঞ্জ	রংপুর	
১১.	কৃষ্ণপুর	২৭৩	৩৮৫	পীরগঞ্জ	রংপুর	
১২.	বেতকাপা	২৭৪	৪৮৪	পীরগঞ্জ	রংপুর	
১৩.	রাঙ্গামাটি	২৭৭	৩৩৯	পীরগঞ্জ	রংপুর	
১৪.	হলদিবাড়ী	২৮৬	৫২৬	পীরগঞ্জ	রংপুর	
১৫.	গোপালপুর	২৯০	৩২১	পীরগঞ্জ	রংপুর	
১৬.	জামিরবাড়ী	২৯১	৪৯৩	পীরগঞ্জ	রংপুর	
১৭.	বিনোদপুর	৮৯	৪১৭	মিঠাপুকুর	রংপুর	
১৮.	রসিদপুর	১২৪	৪৩১	মিঠাপুকুর	রংপুর	
১৯.	আবদুল্লাপুর	১৩৬	৫১০	মিঠাপুকুর	রংপুর	
২০.	মির্জাপুর	১৩৮	৫৪৯	মিঠাপুকুর	রংপুর	
২১.	খোর্দ্দ গোপালপুর	২৪৮	৪৩৫	মিঠাপুকুর	রংপুর	
২২.	কালাপানী বজরা	৫১	১৩০৮	উলিপুর	কুড়িগ্রাম	
২৩.	কানাইপাড়া	৯৩	৬২৯	সাঘাটা	গাইবান্ধা	
২৪.	নলছিয়া	১১৮	৬৩৮	সাঘাটা	গাইবান্ধা	
২৫.	তরফমনু	১০৯	৪০৯	গোবিন্দগঞ্জ	গাইবান্ধা	
২৬.	বেড়ামালঞ্চ	১৮৫	১০২১	গোবিন্দগঞ্জ	গাইবান্ধা	
২৭.	খুকসিয়া	১৮৭	২৮১৯	গোবিন্দগঞ্জ	গাইবান্ধা	
২৮.	উত্তর ধর্মপুর	২১০	৮০৬	গোবিন্দগঞ্জ	গাইবান্ধা	
২৯.	চন্ডীপুর	২৩১	৮২৩	গোবিন্দগঞ্জ	গাইবান্ধা	
৩০.	ছাতারপাড়া	২৩৪	৩১৯	গোবিন্দগঞ্জ	গাইবান্ধা	
৩১.	কুঞ্জমালঞ্চ	২৫০	৫৪১	গোবিন্দগঞ্জ	গাইবান্ধা	
৩২.	উত্তর শোলাগাড়ী	২৮৯	৫৭০	গোবিন্দগঞ্জ	গাইবান্ধা	
৩৩.	সোনাই ডাঙ্গা বৈকুণ্ঠপুর	৩০১	১১৯৭	গোবিন্দগঞ্জ	গাইবান্ধা	
৩৪.	পেপুলিয়া	৩২৫	২৯৭	গোবিন্দগঞ্জ	গাইবান্ধা	
৩৫.	কলাকাটা হামছাপুর	৩৩০	৫৫৬	গোবিন্দগঞ্জ	গাইবান্ধা	

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.০০৭.১৬.১৩৫—The State Acquisition and Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules 1955 এর 34 (2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্র. ন.	মৌজার নাম	জে,এল নং	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১.	আকাশতারা	১০৪	১০০৪	বগুড়া সদর	বগুড়া
২.	শ্বশানকান্দি উত্তর পাড়া	১৫০	৪৩৮	বগুড়া সদর	বগুড়া
৩.	জামুনা	২৩২	১১৫১	বগুড়া সদর	বগুড়া
৪.	গোসাইবাড়ী	১১২	৩৩৭	শেরপুর	বগুড়া
৫.	বিরইল	১৫৮	৮০৭	শেরপুর	বগুড়া
৬.	সুঘাট	১৭৪	৫৮৫	শেরপুর	বগুড়া
৭.	আওলাকান্দি	১৭৫	২৮০	শেরপুর	বগুড়া
৮.	গাড়ই	২০০	৩৫৫	শেরপুর	বগুড়া
৯.	ভাসুবিহার	১৪৫	১৩৩৯	শিবগঞ্জ	বগুড়া
১০.	শোলাগাড়ী	১৫০	৫৮৯	শিবগঞ্জ	বগুড়া
১১.	চাঁদনিয়া শিবগঞ্জ	১৫৪	৪৩৯	শিবগঞ্জ	বগুড়া
১২.	রহবল	১৭২	২১৫০	শিবগঞ্জ	বগুড়া
১৩.	দেউলী	১৭৭	১০৬৭	শিবগঞ্জ	বগুড়া
১৪.	লক্ষীপুর	২১২	৪৬৯	শিবগঞ্জ	বগুড়া
১৫.	তেঘরী	২২৩	১৪৫৮	শিবগঞ্জ	বগুড়া
১৬.	উত্তর আখরাইল	২৭	১০৪৬	কাহালু	বগুড়া
১৭.	কৃষ্ণপুর	১৪৯	৯১৩	কাহালু	বগুড়া
১৮.	ফুলকোট	২৬১	২৪৮৫	বগুড়া সদর	বগুড়া
১৯.	গছাইল	১৬৫	৭৮৭	নন্দীগ্রাম	বগুড়া
২০.	খাবুলিয়া	৪৪	৩২৯	সোনাতলা	বগুড়া
২১.	শ্যামপুর	৯০	১২৮৪	সোনাতলা	বগুড়া
২২.	দড়িহাসারা	১৭৯	৪১৪	শেরপুর	বগুড়া
২৩.	নারহট্ট	৪৭	১৫৮৭	কাহালু	বগুড়া
২৪.	লক্ষীপুর	৭১	৭৬৮	কাহালু	বগুড়া
২৫.	গুরবিশা	১৩০	১১১৫	কাহালু	বগুড়া
২৬.	কাদিরপুর	১০৩	১৯১০	কালাই	জয়পুরহাট
২৭.	দক্ষিণ মহেশপুর	১০৭	৫৮০	কালাই	জয়পুরহাট

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.০০৬.১৬.(অংশ-১).১৩৬—The State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act (XXVIII) of 1951)-এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জেএল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম	মন্তব্য
০১	খাটরা	১০৫	৫৪৯৬	গোপালগঞ্জ সদর	গোপালগঞ্জ	মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে ৯৯৫৭/১২ ও ৯০৩৪/৯৬ নং রিট দায়ের থাকায় রিট সংশ্লিষ্ট ৮৩২,৫০৩০ ও ৫০৩১ নং খতিয়ান ব্যতীত

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.০০২.১৫.(অংশ-১).১৩৭—The State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951)-এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জে এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	ভাসান চর	৮৫	০১	হাতিয়া	নোয়াখালী
২	শালিক চর	৮৬	০১	হাতিয়া	নোয়াখালী
৩	চর বাতায়ন	৮৭	০১	হাতিয়া	নোয়াখালী
৪	চর মোহনা	৮৮	০১	হাতিয়া	নোয়াখালী
৫	চর কাজলা	৮৯	০১	হাতিয়া	নোয়াখালী
৬	কেওড়ার চর	৯০	০১	হাতিয়া	নোয়াখালী

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.০০৮.১৫.(অংশ-১).১৩৮—The State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act (XXVIII) of 1951)-এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জেএল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম	মন্তব্য
০১	রাজাসন	১৪৫	০১	সাভার	ঢাকা	
০২	পলাশবাড়ী	৪৯	০১	সাভার	ঢাকা	

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.০৬৩.১৯.১৩৯—The State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act (XXVIII) of 1951)-এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জে এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	রোস্তম আজুগড়া	৬	২১১	তেরখাদা	খুলনা
২	খড়বাড়িয়া	১০	৬৭৭	তেরখাদা	খুলনা
৩	তেরখাদা	২১	১৭১৯	তেরখাদা	খুলনা
৪	বামিয়া	৩৮	১২০২	কয়রা	খুলনা
৫	গণডাঙ্গা	৬২	৫১০	তালা	সাতক্ষীরা
৬	সমজদিপুর	১১১	২০৭	তালা	সাতক্ষীরা
৭	পুরুষোত্তমপুর	১৭২	১৪৫	কালিগঞ্জ	সাতক্ষীরা
৮	পারুলগাছা একদারপুর	১৭৪	৭২০	কালিগঞ্জ	সাতক্ষীরা
৯	বিল কাজলা	১৮৭	১৩১৯	কালিগঞ্জ	সাতক্ষীরা
০১	মাঝের আটা	৭৩	৯২	শ্যামনগর	সাতক্ষীরা
১১	ফুলবাড়ী	২৯	১৯৮	শ্যামনগর	সাতক্ষীরা
১২	গোনা	৬৭	৮৭	শ্যামনগর	সাতক্ষীরা
১৩	খেজুর মহল	৭২	৩২৬	রামপাল	বাগেরহাট
১৪	শোলাকুড়া	৭৫	৮৩৮	রামপাল	বাগেরহাট
১৫	কিসমত চন্ডীতলা	৭৬	১৯২	রামপাল	বাগেরহাট
১৬	বড়কাঠালী	৮৬	৮০২	রামপাল	বাগেরহাট
১৭	কুমারখালী	৮৭	১১৭২	রামপাল	বাগেরহাট
১৮	সুন্দরপুর	১০৬	৩৯৭	রামপাল	বাগেরহাট

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.০১০.১৭.১৪০—The State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act (XXVIII) of 1951)-এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জেএল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	বড়চর	১৪৮	২২৫৬	হবিগঞ্জ সদর	হবিগঞ্জ
২	গোটাটিকর	১১	২৯৫৬	দক্ষিণ সুরমা	সিলেট
৩	বদীপুর	২৮	৭৯৫	সুনামগঞ্জ সদর	সুনামগঞ্জ
৪	আহাম্মদপুর	৮৭	৫৮৫	সুনামগঞ্জ সদর	সুনামগঞ্জ
৫	সরই	৩০	২৯৮	সুনামগঞ্জ সদর	সুনামগঞ্জ
৬	ঝাউয়া	৯০	৪৬	সুনামগঞ্জ সদর	সুনামগঞ্জ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.০০৯.১৪.(অংশ-১).১৪১—The State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act (XXVIII) of 1951)-এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বতলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জেএল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম	মন্তব্য
১	রাড়ীপুকুরিয়া	১২৯	২৯২২	সারসা	যশোর	মহামান্য হাইকোর্টে ১০৩২ ও ১৫৩০ নম্বর খতিয়ানের উপর ১০৮৯৩/ ২০১৬ নম্বর রিট মামলা চলমান থাকায় উক্ত খতিয়ার ব্যতিত।
২	সাধুহাটা	৩১	২১৫০	ঝিনাইদহ সদর	ঝিনাইদহ	
৩	মহারাজপুর	৯৮	৭০৪	ঝিনাইদহ সদর	ঝিনাইদহ	
৪	রতনহাট	১৫২	৯১৩	ঝিনাইদহ সদর	ঝিনাইদহ	
৫	বিল চান্দো	১৭২	৪৮৮	ঝিনাইদহ সদর	ঝিনাইদহ	
৬	তিওড়দহ	২৫৪	১৮৬৯	ঝিনাইদহ সদর	ঝিনাইদহ	
৭	জালশুখা গোবিন্দপুর	৮৪	৯৩২	শৈলকুপা	ঝিনাইদহ	
৮	নাকৈল	১৪৭	৯৪৪	শৈলকুপা	ঝিনাইদহ	

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো. আব্দুর রহমান

উপসচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

জননিরাপত্তা বিভাগ

শৃঙ্খলা-১ শাখা

প্রজ্ঞপন

তারিখ: ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮/১৪ জুন ২০২১

নং ৪৪.০০.০০০০.০৯৪.০২.০৬০.১৬.৬২—যেহেতু, ডাঃ মোহাম্মদ হুমায়ুন কবীর, তত্ত্বাবধায়ক, বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমী হাসপাতাল, সারদা, রাজশাহী (সাবেক সুপারিনটেনডেন্ট, বিভাগীয় পুলিশ হাসপাতাল, রাজশাহী)-এর বিরুদ্ধে ঔষধ ক্রয় ও বিক্রয়ের অভিযোগে অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার, আরএপি, রাজশাহী-কে প্রধান করে ৪ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠনপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করতে বলা হয়। দাখিলকৃত প্রতিবেদন অনুযায়ী জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, পোরশা, নওগাঁ হতে সিনিয়র স্টাফ নার্স হিসেবে বিভাগীয় হাসপাতাল, আরএমপি, রাজশাহীতে প্রেষণে কর্মকালে তিনি ঔষধ ভাণ্ডারের দায়িত্বে থেকে চিকিৎসক কর্তৃক ব্যবস্থাপত্রে উল্লেখ না থাকা সত্ত্বেও বিতরণ রেজিস্টারে ভূয়া ঔষধ বিতরণ দেখিয়ে ৬,৮৫,৫৩৫/-(ছয় লক্ষ পঁচাশি হাজার পাঁচশত পঁয়ত্রিশ) টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(এ) ও ৩(বি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে "অদক্ষতা (Inefficiency)" ও "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অপরাধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। উক্ত বিভাগীয় মামলায় গত ০৮-১২-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে ৪৪.০০.০০০০.০৯৪.০২.০৬০.১৬-১৫১৭ নং স্মারক মূলে তাকে কারণ দর্শানো হয়। তিনি গত ০১-০১-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে কারণ দর্শনোর জনাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানী প্রার্থনা করেন। তার। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ০১-০৩-২০১৭ খ্রিঃ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়;

০২। যেহেতু ডাঃ মোহাম্মদ হুমায়ুন কবীর এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, দাখিলকৃত জবাব, ব্যাক্তিগত শুনানিকালে বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(এ) ও ৩(বি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে "অদক্ষতা (Inefficiency) ও " অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৭(২)(বি) বিধি অনুসারে একই বিধিমালার ৪(২)(ই) বিধি মোতাবেক লঘুদণ্ড হিসেবে "টাইমস্কেলের নিম্নস্তরে নামিয়ে দেয়ার" দণ্ড প্রদান করা হয়;

০৩। যেহেত, অভিযুক্ত কর্মকর্তা তার বিরুদ্ধে আরোপিত দণ্ড পুনর্বিবেচনার জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতি বরাবর আবেদন দাখিল করেন। উক্ত দণ্ড মওকুফের জন্য তার আপিল আবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতি বরাবরে প্রেরণ করা হলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় হয়ে উক্ত আপিল আবেদন বিবেচনাপূর্বক প্রদত্ত দণ্ড হ্রাস করে তাঁকে একই বিধিমালার ৪(২)বি বিধিমতে "একটি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি ১ (এক) বছরের জন্য স্থগিত (Withholding of one Increment for one year)" রাখার দণ্ড প্রদান করেন; এবং

০৪। সেহেতু মহামান্য রাষ্টপতির আদেশ অনুযারে ডাঃ মোহাম্মদ হুমায়ুন কবীর এর বিরুদ্ধে প্রদত্ত দণ্ড হ্রাসপূর্বক তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এ ৪(২)(বি) বিধি মোতাবেক "একটি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি ০১ (এক) বছরের জন্য স্থগিত (Withholding of one Increment for one year)" রাখার লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো।

০৫। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোস্তাফা কামাল উদ্দীন

সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/০৯ জুন ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০৩১.২১-১২৭—জনাব মোঃ মোস্তফা মঞ্জুর (বিপি-৮৫১৪১৬৬২৬৯), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, এপিবিএন স্পেশালাইজড ট্রেনিং সেন্টার, খাগড়াছড়ি-কে বিএসআর পার্ট-১ এর বিধি ৭৩ এর নোট ২ অনুযায়ী চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা সমীচীন মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় এতদ্বারা তাকে চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো:

০২। তিনি বাংলাদেশ সার্ভিস রুল (বি.এস.আর) পার্ট-১, বিধি-৭১ মোতাবেক খোরাকী ভাতা প্রাপ্য হবেন।

০৩। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০২৯.২০১৮—যেহেতু, জনাব গোলাম মোহাম্মদ বিপিএম (বিপি-৬২৮৬০০৮২৩০), সহকারী পুলিশ সুপার, নৌ-পুলিশ, ফরিদপুর ইতোপূর্ব সহকারী পুলিশ সুপার, ফরিদপুর হাইওয়ে সার্কেল, হাইওয়ে পুলিশ, মাদারীপুর হিসেবে কর্মকালে হাইওয়ে সার্কেল অফিসে রক্ষিত প্রসিকিউশন রেজিস্টার, জরিমানা আদায়ের রশিদ ও প্রসিকিউশন স্লিপের মধ্যে গরমিল এবং সার্কেল অফিস হতে প্রসিকিউশন নিষ্পত্তি রেজিস্টার, ডকুমেন্ট ফেরতদানের রেজিস্টার, মে/১৭ মাসের নিষ্পত্তিকৃত তারিখ ওয়ারী কেসস্লিপ, জরিমানা আদায়ের রশিদ, অক্টোবর/১৬ হতে মে/১৭ পর্যন্ত প্রসিকিউশন ও নিষ্পত্তি হিসাব, ট্রেজারি চালান রেজিস্টার ও চালানোর কপি গত ১১-০৬-২০১৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত গরমিল এবং নগদ জরিমানা আদায় রশিদ জরিমানা প্রদানকারী ব্যক্তিকে ডকুমেন্ট হিসাবে প্রদান না করার অভিযোগে উত্থাপিত হয়। প্রাথমিক অনুসন্ধানে আনীত অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়। অভিযোগের বিষয়ে তাকে কৈফিয়ত তলব করা হয়। কৈফিয়তের জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অপরাধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয় । উক্ত বিভাগীয় মামলায় এ বিভাগের গত ২৪-০৩-২০২০ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০২৯.২০১৮-১১০ নম্বর স্মারকমূলে তাকে কারণ দর্শনো হয়। তিনি গত ০৪-০৩-২০১৯ তারিখে উক্ত কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করেন। এবং ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন;

০২। যেহেতু, তার আবেদন অনুযায়ী ০৮-০-৯-২০২০ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তিগত শুনানিতে এবং লিখিত জবাবে তিনি জানান যে, মোটরযান আইনের ১৫৯ ধারা মোতাবেক প্রসিকিউশন নিষ্পত্তির সকল ক্ষমতা পুলিশ সুপারের। এছাড়া হাইওয়ে রুলসের অনুচ্ছেদ ১১ মোতাবেক সহকারী পুলিশ সুপারের কার্যাবলিতে উক্ত দায়িত্ব দেয়া হয়নি। সহকারী পুলিশ সুপার ভিডিও দায়িত্ব পালন করতে পারেন না। ভিডিও হিসেবে অর্থনৈতিক বিষয়গুলো পুলিশ সুপার নিজেই দেখাশুনা করেন। এছাড়া প্রসিকিউশন রেজিস্টার সার্জেন্ট ও কনস্টেবলরা লিপিবদ্ধ করেন। জরিমানার টাকা আদায়, রশিদ প্রদান সংক্রান্ত কোনো কাজের সাথে তিনি জড়িত নয় জানিয়ে আনীত অভিযোগের দায় থেকে অব্যাহিত প্রার্থনা করেন;

০৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য, সাক্ষীদের জবানবন্দি, দালিলিক সাক্ষ্য, সাফাই সাক্ষীদের জবানবন্দিসহ তদন্তকারী কর্মকর্তার মতামত ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যলোচনা করা হলো। তদন্তকারী কর্মকর্তা তার প্রতিবেদনে অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি মর্মে উল্লেখ করেছেন। তবে রেজিস্টারপত্র তদারকির ক্ষেত্রে তার আরও সতর্ক হওয়া দরকার ছিল; এবং

০৪। সেহেতু, সার্বিক পর্যালোচনায় জনাব গোলাম মোহাম্মদ বিপিএম (বিপি-৬২৮৬০০৮২৩০), সহকারী পুলিশ সুপার, নৌ-পুলিশ ফরিদপুর কে ভবিষ্যতে সরকারি কাজে আরও সতর্কতার সাথে দায়িত্ব পালনের পরামর্শ দিয়ে বর্ণিত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

০৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ : ১৪ জুন ২০২১/৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০৩২.২০১৮-১৩০**—যেহেতু, জনাব মোঃ আরিফুজ্জামান (বিপি-৭৭১০১২৬৮৩৯), সহকারী পুলিশ কমিশনার, সিএমপি, চট্টগ্রাম হিসেবে কর্মকালে (বর্তমানে সহকারী পুলিশ কমিশনার, রংপুর মেট্রোপলিটন,পুলিশ, রংপুর) গত ৩০-১০-২০১৭ খ্রিঃ তারিখ হতে ০৮-০৩-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত মোট ১৩০ দিন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন। ঐ সময়ে তার সরকারি ও ব্যক্তিগত মোবাইল ফোন ২টি বন্ধ ছিল। প্রাথমিক অনুসন্ধানে আনীত অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়। অভিযোগের বিষয়ে তাকে কৈফিয়ত তলব করা হয়। কৈফিয়তের জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(গ) বিধি মোতাবেক "পলায়ন" এর অপরাধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। উক্ত বিভাগীয় মামলায় এ বিভাগের গত ১২-০৩-২০১৯ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭. ০৩২.২০১৮-৬৬ নম্বর স্মারকমূলে তাকে কারণ দর্শানো হয়। তিনি গত ৩১-০৩-২০১৯ তারিখে উক্ত কারণ দর্শানোর জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন;

০২। যেহেতু, তার আবেদন অনুযায়ী ১০-০৭-২০১৯ খ্রিঃ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তিগত শুনানিতে এবং লিখিত জবাবে তিনি জানান যে, শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ থাকায় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ রাখতে পারেন নি। তিনি আনীত অভিযোগের দায় থেকে অব্যাহতি প্রার্থনা করেন;

০৩। যেহেতু,তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের প্রকৃতি বিবেচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ বিষয়ে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা তার প্রতিবেদনে "পলায়ন" এর অভিযোগ প্রমাণিত মর্মে মতামত প্রদান করেন; এবং

০৪। সেহেতু, সার্বিক পর্যালোচনায় জনাব মোঃ আরিফুজ্জামান (বিপি-৭৭ ১০১২৬৮৩৯), কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(গ) বিধি মোতাবেক "পলায়ন" এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(২) (খ) বিধি মোতাবেক অনুপস্থিতকালীন সময়ের বেতন ভাতা কর্তনপূর্বক "০৩(তিন) বছরের জন্য পদোন্নতি স্থগিত রাখার" লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো।

০৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোস্তাফা কামাল উদ্দীন
সিনিয়র সচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
প্রশাসন অধিশাখা-০২
প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ০২ জুন ২০২১/ ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮

নং ৪৭.৬১.০০০০.০৩২.০৬.০৮৬.১৬-১৯৫—চলমান করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর মহামারি পরিস্থিতি পর্যলোচনায় জনসমাগম এড়ানোর লক্ষ্যে নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তরের ২৫-০৫-২০২১ তারিখের প্রস্তাব মোতাবেক জনস্বার্থে সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (সংশোধিত-২০০২ও ২০১৩) এর ৪ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ সমবায় শিল্প সংস্থা(সীঃ) এর বর্তমান ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একই আইনের ১৮(৫) ধারার বাধ্যবাধকতা হতে কমিটির মেয়াদ উর্ত্তীণ হওয়ার তারিখ থেকে ৯০ (নব্বই) দিনের জন্য অব্যাহিত প্রদান করা হলো।

নং ৪৭.৬১.০০০০.০৩২.০৬.০৮৬.১৬-১৯৬—চলমান করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর মহামারি পরিস্থিতি পর্যালোচনায় জনসমগম এড়ানোর লক্ষ্যে নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তরের ২৫-০৫-২০২১ তারিখের প্রস্তাব মোতাবেক জনস্বার্থে সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (সংশোধিত-২০০২ ও ২০১৩) এর ৪ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মচারী সমবায় ঋণদান সমিতি লিঃ, ঢাকা এর বর্তমান ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একই আইনের ১৮(৫) ধারার বাধ্যবাধকতা হতে কমিটির মেয়াদ উর্ত্তীণ হওয়ার তারিখ থেকে ৯০ (নব্বই) দিনের জন্য অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সিদ্ধার্থ শংকর কুন্ডু
উপসচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১০ জুন ২০২১/২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮

নং **৪৭.০০.০০০০.০৩২.২৭.০০৬.২০-২১১**—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ হাসিবুর রহমান মোল্লাহ্, উপ-নিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, সিলেট জেলা সমবায় অফিসার, রাজশাহী হিসেবে কর্মরত থাকা অবস্থায় অধস্তন কর্মচারীর সাথে অশোভন আচরণ, সমবায় সমিতি বিধিমালা ও নিবন্ধন নীতিমালা অনুসরণ না করে সমবায় সমিতি নিবন্ধন এবং রাজস্ব বাজেটের বরাদ্দ সঠিকভাবে ব্যয় না করাসহ ৪(চার)টি অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ২(খ)ও ৩(খ) মোতাবেক অসদাচরণের দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক কারণ দর্শানো নোটিশ জারি এবং ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে জবাব দাখিলের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলে তিনি বিগত ১৫-০৯-২০২০ তারিখে জবাব দাখিল করে ব্যক্তিগত শুনানী প্রার্থনা করেন;

০২। যেহেতু, উক্ত বিভাগীয় মামলায় ৩০-০৯-২০২০ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানীকালে জনাব মোহাম্মদ হাসিবুর রহমান মোল্লাহ্-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূগের বিষয়ে উপস্থাপিত মৌখিক বক্তব্য, রেকর্ডপত্র এবং দাখিলকৃত জবাব পর্যলোচনায় সন্তোষজনক বিবেচিক না হওয়ায় আনীত অভিযোগসমূহ তদন্ত করার জন্য জনাব মোহাঃ আব্দুল মজিদ, যুগ্মনিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, রাজশাহী- কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

০৩। যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ হাসিবুর রহমান মোল্লাহ্ সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ এর বিধি ০৩ এবং সমবায় অধিদপ্তরের ১৩-০৮-২০২৮ তারিখের আদেশ নং আইন/৪৩/০৮/১৮৭ অনুযায়ী সমবায় সমিতি নিবন্ধনের ক্ষেত্রে নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তরের পূর্বানুমোদনের আবশ্যকতা থাকলেও পূর্বানুমোদন গ্রহণ না করে রাজশাহী জেলার (ক) স্বর্নলতা নগর উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ, (খ) বরেন্দ্র উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ (গ) শান উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ এবং (ঘ) প্রয়োজন সমবায় সমিতি লিঃ এই ০৪টি সমবায় সমিতির নিবন্ধন প্রদান করেছেন, যা তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রতিবেদনের সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। এছাড়া, উক্ত বিধিমালার ৫(৬)(ক) বিধিতে উল্লিখিত শর্ত পূরণ না করে সম্পূর্ণ বিধি বহির্ভূতভাবে দি রাজশাহী খ্রিষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ এর নিবন্ধন প্রদান এবং একই বিধিমালার ৫(৬)(গ) বিধি লংঘন করে (ক) মুন্ডুমালা আদিবাসী খ্রিষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ (খ) আন্ধার কোঠা আদিবাসী খ্রিষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এই ০২টি সমিতির নিবন্ধন প্রদান করেছেন মর্মে তদন্ত মর্মে তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রতিবেদন দাখিল করেছেন;

০৪। যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ হাসিবুর রহমান মোল্লাহ্ এর বিরুদ্ধে আনীত ৪(চার) টি অভিযোগের মধ্যে ১(এক) টি অভিযোগ অর্থাৎ সমবায় সমিতি নিবন্ধনের ক্ষেত্রে নিবন্ধক ও মহাপরিচালক,

সমবায় অধিদপ্তরের পূর্বানুমোদন গ্রহণ ব্যতিরেকে সমবায় সমিতি নিবন্ধন এবং শর্ত পূরণ না করা সত্ত্বেও সমবায় সমিতি নিবন্ধন প্রদান করায় সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনায় তিনি "অসদাচরণ" এর অভিযোগে দণ্ড পাওয়ার যোগ্য;

০৫। সেহেতু, জনাব মোহাম্মদ হাসিবুর রহমান মোল্লাহ্, উপনিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, সিলেট ও প্রাক্তন জেলা সমবায় অফিসার, রাজশাহী-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী অভিযোগের গুরুত্ব ও সার্বিক বিষয় বিবেচনায় একই বিধিমালার ৪(২)(খ) উপ-বিধি মোতাবেক তাকে ১(এক) বছরের জন্য বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখার লঘুদন্ড প্রদান করা হলো। ভবিষ্যৎ বেতন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তিনি এর কোনো বকেয়া সুবিধা প্রাপ্য হবেন না।

০৬। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ রেজাউল আহসান
সচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮/০৬ জুন ২০২১

নং ৪৭.৬১.০০০০.০৩২.০৬.০৮৬.১৬-১৯৮—চলমান করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর মহামারি পরিস্থিতি পর্যালোচনায় জনসমাগম এড়ানোর লক্ষ্যে নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তরের ২৮-০৫-২০২১ তারিখের প্রস্তাব মোতাবেক জনস্বার্থে সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (সংশোধিত-২০০২ ও ২০১৩) এর ৪ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে খুলনা জেলাধীন পাইকগাছা উপজেলার ষোলআনা ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ এর বর্তমান ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একই আইনের ১৮(৫) ধারার বাধ্যবাধকতা হতে কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার তারিখ থেকে ১২০ (একশত বিশ) দিনের জন্য অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

তারিখ : ০১ আষাঢ় ১৪২৮/১৫ জুন ২০২১

নং ৪৭.৬১.০০০০.০৩২.০৬.০৮৬.১৬-২১৮—চলমান করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর মহামারি পরিস্থিতি পর্যালোচনায় জনসমাগম এড়ানোর লক্ষ্যে নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তরের ০৩-০৬-২০২১ তারিখর প্রস্তাব মোতাবেক জনস্বার্থে সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (সংশোধিত-২০০২ ও ২০১৩) এর ৪ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ জাতীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ এর বর্তমান ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একই আইনের ১৮(৫) ধারার বাধ্যবাধকতা হতে কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার তারিখ থেকে ৯০ (নব্বই) দিনের জন্য অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সিদ্ধার্থ শংকর কুন্ডু
উপসচিব।

স্থানীয় সরকার বিভাগ

পাস-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৯ জুন ২০২১ খ্রি.

৪৬.০০.০০০০.০৮৫.১১.৫৩.২০১৮-৩৪৭—পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬ এর ৬(১) (ছ) ও ৬(৪) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জনাব শিখা চক্রবর্তী, কাউন্সিলর, সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং-৪, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন-কে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য হিসেবে ঢাকা ওয়াসা বোর্ডের সদস্য পদে নিয়োগ প্রদান করা হলো। তিনি ঢাকা ওয়াসা বোর্ডের পূর্বতন সদস্য মিসেস আলেয়া সারোয়ার ডেইজী এর স্থলাভিষিক্ত হবেন।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ সাঈদ-উর-রহমান
উপসচিব ।

সিটি কর্পোরেশন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ০২ আষাঢ় ১৪২৮/১৬ জুন ২০২১

নং ৪৬.০০.০০০০.০৭১.১৮.০৯২.২০২০.৪১১—চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ১৬ নং সাধারণ ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব সাইয়েদ গোলাম হায়দার মিন্টু , পিতা : মৃত সাইয়েদ মাজহারুল আলম, ৩০ জয়নগর ১নং গলি, ডাকঘর: চকবাজার, থানা: চকবাজার (সাবেক কোতোয়ালী), চট্টগ্রাম গত ১৮ মার্চ ২০২১ তারিখে ইন্তেকাল করেছেন। তাঁর মৃত্যুজনিত কারণে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এর ধারা ১৫(ঙ) মোতাবেক চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ১৬ নং সাধারণ ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পদটি ১৬ জুন ২০২১ হতে এতদ্বারা শূন্য ঘোষণা করা হল।

নং ৪৬.০০.০০০০.০৭১.১৪.০১৩.২০১৪.৪১৩—নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ২৭নং সাধারণ ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব কামরুজ্জামান বাবলু, পিতা : মরহুম জামাল মিয়া, গ্রাম : কুড়িপাড়া, ডাকঘর: ১ নং ঢাকেশ্বরী-১৪১০, থানা: বন্দর, জেলা: নারায়ণগঞ্জ গত ১৯ এপ্রিল ২০২১ তারিখে ইন্তেকাল করেছেন। তাঁর মৃত্যুজনিত কারণে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এর ধারা ১৫(ঙ) মোতাবেক নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ২৭ নং সাধারণ ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পদটি ১৬ জুন ২০২১ হতে এতদ্বারা শূন্য ঘোষণা করা হল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম
উপসচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
(সরকারি মাধ্যমিক-৩)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৫ আষাঢ়, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/২৯ জুন, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩৭.০০.০০০০.০৯২.১৫.১৬২.২১-৩০৯—ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলাধীন 'দি ফাদার অব দি ন্যাশন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেমোরিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ'টি ২৯ জুন, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ/১৫ আষাঢ়, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ তারিখ হতে সরকারিকরণ করা হলো।

২। এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে কর্মরত কোনো শিক্ষক অন্যত্র বদলি হতে পারবেন না।

৩। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ জামাল হোসেন
উপসচিব।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
(প্রশাসন-১ শাখা)

নং-৪৮.০০.০০০০.০০১.২৩.০০২.২১/৫৬৯

তারিখ : ১৯ শ্রাবণ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ / ০৩ আগস্ট ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

'মুক্তিযুদ্ধ পদক নীতিমালা-২০২১'

১. এ নীতিমালা 'মুক্তিযুদ্ধ পদক নীতিমালা-২০২১' নামে অভিহিত হবে।

২. পদকের নাম : মুক্তিযুদ্ধ পদক (Liberation War Award)

৩. মুক্তিযুদ্ধ পদক প্রদানের পটভূমি :

মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন বাঙ্গালির শ্রেষ্ঠ অর্জন। অগণিত মানুষের জীবন উৎসর্গ ও চরম আত্মত্যাগের মাধ্যমে আমাদের চরম ও পরম পাওয়া স্বাধীনতা। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকের শোষণ ও নিপীড়ন থেকে জাতিসত্তা রক্ষা, আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অস্তিত্ব পুনরুদ্ধারে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয় বাঙ্গালি জাতি। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসাধারণ রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, অদম্য সাহস আর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে দেশের সর্বস্তরের মানুষ, সশস্ত্র বাহিনী, পুলিশ, ইপিআর, আনসার, রাজনীতিবিদ, শিক্ষক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল, শিল্পী, শব্দ সৈনিক, কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র-জনতা সবাই মুক্তিযুদ্ধের মহামন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রাণের মায়া ত্যাগ করে অংশগ্রহণ করেন মহান মুক্তিযুদ্ধে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রেসকোর্স ময়দানে ৭ মার্চের ভাষণের পর মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত বাঙ্গালীরা যে যেভাবে পেরেছে দেশকে স্বাধীন করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসর রাজাকার, আলবদর, আলসামস কর্তৃক ৩০ লক্ষ মানুষ শহিদ হয়। তাদের অত্যাচার ও নির্যাতনে এক কোটি মানুষ শরণার্থী হয়ে দেশ ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। দুই লক্ষ মা, বোন নিপীড়নের শিকার হন। তাছাড়া মুক্তিযুদ্ধকালীন নয় মাসে তিন কোটি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়ে দেশের অভ্যন্তরে ঘুরে বেড়িয়েছে এবং পালিয়ে জীবন রক্ষা করেছে। এহেন আতঙ্কজনক পরিস্থিতিতে আবালবৃদ্ধবণিতা সর্বস্তরের মানুষ মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করেছে। নানান কৌশলে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র এগিয়ে দেয়া থেকে শুরু করে খাবারের ব্যবস্থা, গোপনে তথ্য আদান-প্রদানসহ আহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা দিয়ে নারীরা পালন করেছেন অগ্রণী ভূমিকা। এই সহায়তা করতে যেয়ে অনেকে নির্যাতিত হয়ে শহিদ হয়েছেন। কেউ কেউ বীরাঙ্গনা হয়ে এখনো বেঁচে আছেন।

স্বাধীনতার পর পঞ্চাশ বছর অতিক্রান্ত হতে চলেছে। ২০২১ সালে আমরা পালন করছি স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী। অনেক কিংবদন্তি মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক বা মুক্তিযোদ্ধা আজ আর বেঁচে নেই। এছাড়া, স্বাধীনতা সংগ্রামকে সংগঠিত করা ও সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ এবং যুদ্ধ পরবর্তী স্বাধীন দেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নে অনেক ব্যক্তি এবং সংগঠন ভূমিকা রেখেছে এবং এখনও সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ এবং চেতনা বিকাশে দেশে সাহিত্যিক, সংস্কৃতিসেবী, সমাজসেবক এবং গবেষকগণ নানাভাবে অবদান রেখেছেন এবং নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এসকল ব্যক্তি ও সংগঠন/সংস্থার অবদানকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে স্বীকৃতি প্রদান করা হলে তারা সম্মানিত বোধ করবেন, তাদের কর্মের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আরও বিকশিত হবে এবং মুক্তিযুদ্ধের অর্জন পূর্ণতা পাবে। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর প্রাক্কালে সরকার এসকল বরেণ্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে সম্মানিত ও উৎসাহিত করার জন্য 'মুক্তিযুদ্ধ পদক' প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

৪. পদক প্রদানের ক্ষেত্রঃ

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ও গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার জন্য 'মুক্তিযুদ্ধ পদক' প্রদান করা হবে—

(ক) স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে সংগঠনে ভূমিকা, (খ) সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ ও বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন, (গ) স্বাধীনতা পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন, (ঘ) মুক্তিযুদ্ধ/স্বাধীনতা বিষয়ক সাহিত্য রচনা, (ঙ) মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্র/তথ্যচিত্র/নাটক নির্মাণ/সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, (চ) মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা বিষয়ক গবেষণা, (ছ) মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ (জ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো ক্ষেত্র।

কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের এমন কোনো কর্ম যা বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে অথবা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিস্তৃতকরণ ও বিকাশে সহায়তা করেছে বা করছে।

৫. পদক প্রাপ্তির যোগ্যতা (Criteria) :

৫.১ ব্যক্তি পর্যায়ে—

৫.১.১ এ পদকের জন্য মনোনীত ব্যক্তিকে অবশ্যই বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে। তবে, মহান মুক্তিযুদ্ধে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা বিদেশী নাগরিককেও এ পদক প্রদান করা যাবে;

৫.১.২ পদক প্রদানের জন্য ব্যক্তির সামগ্রিক জীবনের কৃতিত্ব ও অবদানকে গুরুত্ব প্রদান করা হবে।

৫.২ বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে—

৫.২.১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বীকৃত কোনো প্রতিষ্ঠান অথবা যুদ্ধকালীন বা যুদ্ধ পরবর্তী সর্বজনবিদিত সংগঠন হতে হবে;

৫.২.২ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালনে অনন্য হতে হবে।

৫.৩ সরকারি দপ্তর, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে—

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশে সরাসরি অবদান রাখা মন্ত্রণালয়/বিভাগ, মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধীন দপ্তর, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বিবেচিত হবে।

৬. পদক প্রাপ্তির অযোগ্যতা :

৬.১ রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপে/ফৌজদারি আইনে শাস্তিপ্রাপ্ত বা ফৌজদারি অপরাধে দণ্ডিত বা দেউলিয়া কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এ পদক প্রাপ্তির জন্য বিবেচিত হবেন না।

৬.২ একবার পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান পরবর্তী ১০ (দশ) বছরে একই বিষয়ে পুনরায় পদকের জন্য বিবেচিত হবেন না।

৬.৩ মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে এ পদক প্রদান করা হবে না।

৭. পদক সংখ্যা :

প্রতি বৎসর পদক এর সংখ্যা অনুচ্ছেদ-৪ এ বর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে ব্যক্তি/সংস্থা/প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে মোট ৭ (সাত) টি হবে। তবে, উল্লেখ থাকে যে, সরকার প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কোনো বৎসর উপযুক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান না পেলে পদক সংখ্যা হ্রাস করতে পারবে।

৮. পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ ও সংস্থা/প্রতিষ্ঠানকে প্রদেয় বিষয়াদি:

৮.১ ১৮ (আঠার) ক্যারেট মানের ২৫ (পঁচিশ) গ্রাম স্বর্ণ দ্বারা নির্মিত একটি পদক;

৮.২ পদক এর একটি রেপ্লিকা;

৮.৩ ব্যক্তি পর্যায়ে ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) এবং দপ্তর সংস্থা/প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকা (ক্রস্ড চেক এর মাধ্যমে প্রদেয়);

৯. পদক প্রদান কর্মসুচির ব্যয় :

পদক প্রদান কর্মসূচির জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাজেটে প্রতিবছর বরাদ্দ নির্ধারিত থাকবে।

১০. মনোনয়ন প্রক্রিয়া:

১০.১ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় পূর্ববর্তী বছরের অবদানের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে মনোনয়ন আহ্বান করবে;

১০.২ মনোনয়ন আহ্বানের জন্য ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় বহুল প্রচারের ব্যবস্থা করা হবে; মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ সংস্থার ওয়েবসাইটে এ সংক্রান্ত সকল তথ্য প্রকাশ করা হবে;

১০.৩ জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে জেলা বাছাই কমিটিতে প্রাথমিক বাছাইপূর্বক ৭টি সুনির্দিষ্ট খাতে [(ক) স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে সংগঠনে ভূমিকা, (খ) সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ ও বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন, (গ) স্বাধীনতা পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন, (ঘ) মুক্তিযুদ্ধ/স্বাধীনতা বিষয়ক সাহিত্য রচনা, (ঙ) মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্র/তথ্যচিত্র/নাটক নির্মাণ/সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, (চ) মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা বিষয়ক গবেষণা, (ছ) মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ] পুরস্কারের বিপরীতে সর্বোচ্চ ২টি করে (ব্যক্তি ১৪ জন এবং প্রতিষ্ঠান ১৪ টি) মোট ২৮ টি নাম সুপারিশসহ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;

১০.৪ মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ের মনোনয়ন প্রেরণের ক্ষেত্রে সরাসরি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে গঠিত কমিটির সদস্য-সচিব বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

১০.৫ মনোনয়নের সাথে মুক্তিযুদ্ধে অবদান এবং এর চেতনা বিকাশে কী কী কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছিল তা উল্লেখ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কর্মসম্পাদনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিদের/প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্টতার সুনির্দিষ্ট বিবরণও থাকতে হবে;

১০.৬ মনোনয়নের সপক্ষে কার্যক্রমের গৃহীত কৌশল, বাস্তবায়নকাল, অসাধারণ অর্জন ও ফলাফল, ইতিবাচক পরিবর্তন ও প্রভাব, স্বাধীনতা অর্জনে মনোনীত ব্যক্তি/ব্যক্তিদের/প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা এবং সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কিত প্রমাণাদি থাকতে হবে;

১০.৭ সকল মনোনয়ন প্রেরণের ক্ষেত্রে অবশ্যই নির্ধারিত ছক ব্যবহার করতে হবে (সংযোজনী-ক)।

১১. মনোনয়ন ও পদক প্রদান বিষয়ক সময়সূচিঃ

১১.১ পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী পঞ্জিকা বছরের (জানুয়ারি-ডিসেম্বর) কর্মকাণ্ড বিবেচনায় নেয়া হবে এবং এ প্রক্রিয়া সম্পাদনের সময়সূচি নিম্নরূপ হবে :

	কর্মসূচি	**নির্ধারিত সময়সীমা**
(ক)	মনোনয়ন আহ্বান	১ জুলাই
(খ)	জেলা পর্যায়ের কমিটিতে আবেদন গ্রহণ	১ আগস্ট
(গ)	জেলা কমিটিতে মনোনয়ন চূড়ান্তকরণ	৩১ আগস্ট
(ঘ)	জেলা কমিটি কর্তৃক মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে মনোনয়ন প্রেরণ	১০ সেপ্টেম্বর
(ঙ)	মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ে সরকারি প্রতিষ্ঠান মনোনয়ন চূড়ান্তকরণ ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কমিটিতে প্রেরণ	১০ সেপ্টেম্বর
(চ)	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে গঠিত কমিটি কর্তৃক মনোনয়ন চূড়ান্তকরণ	১০ অক্টোবর
(ছ)	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে চূড়ান্ত মনোনয়ন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ	২০ অক্টোবর
(জ)	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনয়ন অনুমোদনক্রমে পদক ঘোষণা	৩০ নভেম্বর
(ঝ)	পদক প্রদান	১৫ ডিসেম্বর

১২. প্রাথমিক বাছাই কমিটিঃ

১২.১ জেলা পর্যায়—

(ক)	জেলা প্রশাসক	-	সভাপতি
(খ)	জেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	-	সদস্য
(গ)	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	-	সদস্য
(ঘ)	নির্বাচিত জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সাবেক জেলা কমান্ডার)	-	সদস্য
(ঙ)	স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি (জনসেবার জন্য বিখ্যাত ও নিবেদিত)	-	সদস্য
(চ)	প্রেসক্লাবের সভাপতি/সম্পাদক	-	সদস্য
(ছ)	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), জেলা প্রশাসকের কার্যালয়	-	সদস্য-সচিব

১২.১.১ জেলা কমিটির কর্মপরিধি—

(ক) প্রস্তাবিত ব্যক্তি ও সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের তথ্যাদি যাচাই-বাছাইক্রমে নির্ধারিত ছক মোতাবেক প্রাথমিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত;

(খ) মনোনয়নের প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত;

(গ) সভা অনুষ্ঠানসহ সকল কার্যাদি সম্পন্ন করে ১০ সেপ্টেম্বর এর মধ্যে প্রতিটি পুরস্কারের বিপরীতে সর্বোচ্চ ২টি করে মোট ২৮টি নাম সুপারিশসহ প্রস্তাব মুক্তিযুক্ত বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;

(ঘ) উপযুক্ত প্রার্থীর অভাব হলে পদক প্রদানের সুপারিশকালকে বিগত বছরের সুপারিশপ্রাপ্ত কিন্তু পদক পাননি এমন ব্যক্তিদের বিষয় বিবেচনা করা।

১৩. মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে গঠিত কমিটি—

(ক)	মাননীয় মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	সভাপতি
(খ)	সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(গ)	সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(ঘ)	সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(ঙ)	সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(চ)	সচিব, সংস্কার ও সমন্বয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-	সদস্য
(ছ)	সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(জ)	সভাপতি কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন বিশিষ্ট ব্যক্তি	-	সদস্য
(ঝ)	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	সদস্য-সচিব

১৩.১ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে গঠিত কমিটির কর্মপরিধিঃ

(ক) জেলা পর্যায় থেকে প্রস্তাবিত ব্যক্তি ও সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের তথ্যাদি যাচাই-বাছাইক্রমে নির্ধারিত ছক মোতাবেক চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত;

(খ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে সরাসরি প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহ যাচাই-বাছাইপূর্বক মূল্যায়ন;

(গ) ১০ অক্টোবর এর মধ্যে সভা অনুষ্ঠানসহ সকল কার্যাদি সম্পন্নপূর্বক তালিকা প্রস্তুত করতঃ জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বিবেচনার জন্য ২০ অক্টোবর এর মধ্যে প্রস্তাব প্রেরণ;

(ঘ) উপযুক্ত প্রার্থীর অভাব হলে পদক প্রদানের সুপারিশকালে বিগত বছরের সুপারিশপ্রাপ্ত কিন্তু পদক পাননি এমন ব্যক্তিদের বিষয় বিবেচনা করা।

১৪. তালিকা চূড়ান্তকরণ—

১৪.১ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সুপরিশকৃত তালিকা সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি ও প্রমাণকসহ ২০ অক্টোবর এর মধ্যে জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বিবেচনার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করবে;

১৪.২ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে তালিকা প্রেরণকালে মুক্তিযুদ্ধ পদকের জন্য সুপারিশকৃত বিশিষ্ট ব্যিক্তি ও সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের বিস্তারিত অবদানের ক্ষেত্র সম্পর্কে তথ্যাদি থাকতে হবে;

১৪.৩ জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশ এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে মুক্তিযুদ্ধ পদক প্রদানের বিষয়টি চূড়ান্ত করা হবে;

১৪.৪ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পদকপ্রাপ্তদের নাম অনুমোদনের পরে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে নির্বাচিত ব্যক্তিদের/ প্রতিষ্ঠানের মতামত/সম্মতি গ্রহণ করতে হবে। পদকের জন্য নির্বাচিত কোনো ব্যক্তি সংস্থা/প্রতিষ্ঠান পদক গ্রহণে অপারগতা প্রকাশ করলে উক্ত নির্বাচিত ব্যক্তি বা সংস্থা/প্রতিষ্ঠান এর নাম পদকপ্রাপ্তদের চূড়ান্ত তালিকার অন্তর্ভুক্ত হবে না এবং পদকপ্রাপ্ত হিসেবে নাম ঘোষণা করা হবে না;

১৪.৫ সকল কার্যক্রম সম্পন্নের পর এবং পদক প্রদান সংক্রান্ত পুরস্কার প্রদানের পূর্বে গণমাধ্যমে নির্বাচিত ব্যক্তিদের নাম প্রকাশ করা হবে;

১৪.৬ মরণোত্তর পদক প্রদানের ক্ষেত্রে অথবা পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তির শারীরিক অসুস্থতার কারণ বা অন্য কারণে পদক বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে অসমর্থ হলে তাঁর মনোনীত উপযুক্ত উত্তরাধিকারী/প্রতিনিধি পদক গ্রহণ করতে পারবেন;

১৪.৭ পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তি বিদেশে অবস্থান করলে অথবা উপযুক্ত উত্তরাধিকারী/প্রতিনিধির নাম মনোনয়ন না করলে পরবর্তী সময়ে পদক গ্রহণ করতে পারবেন;

১৫. প্রতি বছর ১৫ ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ পদক প্রদান করা হবে;

১৬. এই নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে এবং ইতোপূর্বে জারীকৃত এতদ্‌সংক্রান্ত কোনো নির্দেশাবলি থাকলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

দেবাশীষ নাগ
উপসচিব (প্রশাসন-১)।